ভেসে যায় বৈরাগী কলস

অরুণা মুখোপাধ্যায়

যাবার সময় কিছু কি নিয়ে যাব?
পড়ে থাকবে পেছনে
পোড়া কাঠ, মুঠো মাত্র ছাই,
আলনায় ঝুলবে বৃথা প্রিয় পোশাক আশাক
আলমারিতে সাজানো শখ
সাধের পুতুলে অনাহূত ধুলো
আহ্লাদের ঘরবাড়ি ঢেকে নেবে অবাঞ্ছিত বটের শেকড়
পুবের জানলায় কাঁচা রোদ একা লুটোপুটি খাবে
নিভন্ত চিতায় গঙ্গাজল ঢেলে
ফিরে যাবে শ্মশান বন্ধুরা একবারও পিছু ফিরে না দেখে

সেকি জানা নেই?

জানি, সব জানি
জানি এ-ও
যাবার কালে
যেতে হবে হাত খালি করে
ঝেড়ে ঝুড়ে বাসনা কামনা
অহেতুক জড়ো করা যতেক জঞ্জাল

অথচ
এখনো
এখনো সাজাই গতমান যৌবন
বাড়ন্ত লাউডগার মত লকলক করে লোভ লালসা
দেওয়াল লিপির মত দাবি জানাই: চাই চাই এটা ওটা চাই
চাই তোমাকেও
শরীরে দহন
খাণ্ডবদাহন মনের বনে
জতুগৃহে গড়েছি নিবাস জেনেও
দলিলে লিখে রাখি সন্ততির নাম আগামী দিনের

অথচ
কোথাও যেন কেউ উচ্চারে সতর্কবাণী:
বন্দরের কাল শেষ; নোঙর ওঠাও
বধির আমার কান শুনেও শোনে না
গান্ধারীর মত কার জন্যে যে চোখ বাঁধি অন্ধের ছলে
তীব্র আলিঙ্গনে তোমাকে জড়াতে চাই , পেতে চাই নিষ্পেষন সুখ
গভীর রভসে
ধরতে চাই তোমার
প্রিয়তম হাত
ভেসে যায় ঈশানী ঝড়ে বৈরাগী কলস আমার

আক্ষেপ

ঘরেতে পড়ে আছে টেপ
র‍্যাকে ভরা ভজন, ক্ল্যাশিক্যালের ক্ষেপ
অথচ শুনি না কতকাল কত কত কাল
তবে কি নেমেছে বুকে করাল অকাল?

প্রশান্ত সাগরের দুই যমজ ভাই-বোন
এলে পড়া সমুদ্রের তারা অরাতি যখন
পাড় ভাঙে পুবের আকাশে; মেঘ জমে
অথচ খরায় দগ্ধ আমি হা-ক্লান্ত ঘামে

এমনই মনে হয় নিজেকে; যেন ভুক্ত কারো গ্রাসে
রয়েছে সবাই তবু কেউ নেই পাশে
আকাশে জমা মেঘ, অশনি-ঝলক তা-ও আছে
দু'হাত বাড়াই বর্ষণ দাও পোড়া মাটির কাছে

গর্জনের পরিহাস শুনি; মূঢ় বোধ হয়
কুহনে ভোলার বয়স পার তবুও এতই প্রত্যয়!

আর কত বার

আর কত বার জয় চেয়ে নত হতে হবে
কত বার পরাভবে পরতে হবে কাঁটার মুকুট
আর কত বার শান্তির দূত হয়ে
উড়ে যাবে পায়রার ঝাঁক

কেন দিবাকর?

ঢের দেরি এখনো আসার বসন্ত সখার
উৎসব নেই কোনো দিকচক্রবালে
এ নিরঙ হেমন্ত কুয়াশার অন্তরালে
দিবাকর, আর কতদূর মনীষার হাত ধরে পারবে যেতে?
ঝোঁকা বারান্দার নুয়ে পড়া পিঠ বেয়ে
রোঁয়া ওঠা রোদ চলে গেছে বিড়ালী পায়ে
বেআব্রু ডালের ফাঁকে ফোকরে

নেমে আসা গলিয়াথ ছায়া
ঢেকে নিয়েছে আচরাচর
আনকোরা সাদা কাপড় যেমন করে ঢেকে নেয় শবদেহ শ্মশান যাত্রার পর্ব মেনে

খুব নিকট জনও অচেনা হয়ে যায় না কি এ অকালবেলায়?

অনিকেত সায়ন যাত্রায় ভ্রষ্ট পথ; পথের সারণী গ্রন্থমালা

অথচ জলও জানে গভীরে পাথর আর শ্যাওলার ঘনিষ্ঠ নিবিড়তা
ছেড়ে যেতে হবে তাও জেনে
বারবার ফিরে আসে বহমান নদী ঢেউ হয়ে
একই সেই ঘাটের
পৈঠায় রেখে অনিকেত চলাচল ছাপ

তবু ভ্রমণ থেকে ভ্রমণান্তর; বিরলে সন্তাপ

দিবাকর, তুমি কি কখনো চাও মনীষাকে সান্তরে এ ভাবে পেতে!
চেয়েছিলে কি?

অন্তরে দ্বীপান্তর; গহীনে দহন!

লোকটা

অভিমানের ছেঁড়া কাঁথা মুড়ে লোকটা
খসে পড়া ফালতু পাতার মত
একটা গোটা জীবন মাড়িয়ে চলে গেল
ফ্যালফেলে চোখে দেখে গেল
পুরোনো মাদুরের মতো সম্পর্কের ফুটোফাটা, সুতো খুলে ঝুলে পড়া কুটোগুলো
সারাটা উলঙ্গ দুপুর বিরাগী হাওয়ায়
লোকটার ভেতর অবধি কাঁপিয়ে যেত; ভয় দেখাত হারিয়ে যাওয়ার
নিজের সঙ্গে কথা বলাবলি করে শূন্যের দেওয়ালে ভর দিয়ে
সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেয়ে লোকটা, সেই নিরালম্ব লোকটা
ভেতরে বাইরে কী অদ্ভুত স্তব্ধতায়
আটকে গিয়েছিল পুরোটা জীবন ধরে
হাত পেতে দাঁড়াত সে অন্যের কাছে কথা চেয়ে
অন্নের চেয়েও মহার্ঘ শব্দগুলি
হাতের পাতা ছুঁয়ে চোর পুলিস খেলে
টোকা মেরে লুকিয়ে পড়ত কেবলি
সাতনরী হার পরিয়েও
শব্দেরা জীবনভর
লোকটাকে দুয়ো দিয়ে গেল